মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

আমেরিকার ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক এবং সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল মার্শাল পরিকল্পনা। ট্রুম্যান তত্ত্ব ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ট্রুম্যান প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের কিছু ঘটনায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ মার্কিন প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে একটি সুপরিকল্পিত পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে তাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। এই পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল জার্মানির ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ একটি নতুন আঞ্চলিক ইউরোপীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়ে। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে চলেছিল। এমনকি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো

Scanned with CamScanner

এককালের সমৃদ্ধ ও কুলীন দেশগুলিও আর্থিক বিপর্যয় এড়াতে পারেনি। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রচণ্ড শীতে কয়লার উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে শিল্পোৎপাদন মার খায়। ৪৭ সালের গোড়াতেই ব্রিটেনের প্রায় অর্ধেক কলকারখানায় তালা ঝোলে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার পিছু পিছু ফ্রান্স ও ইতালির মতো দেশগুলিতে রাজনৈতিক সংকট চরমে ওঠে। ঐ দুটি দেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের গণতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবিড়ভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় প্রথমে ডিন অ্যাকিসন (Achesan) ও পরে জর্জ মার্শাল মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। ১৯৪৭-এর ১৮ এপ্রিল অ্যাকিসন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই দ্বিধাবিভক্ত ইউরোপকে আর্থিক সাহায্য-দানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পরে ৪৭-এর ৫ জুন মার্কিন রাষ্ট্রসচিব জর্জ সি. মার্শাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এক বক্তৃতায় 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা' ('European Recovery Programme') ঘোষণা করেন। এটিই সাধারণভাবে 'মার্শাল পরিকল্পনা' (Marshall Plan) নামে সুপরিচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কিছুটা একই ধরনের উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল ১৯৪৩ সালে 'ইউনাইটেড নেশনস্ রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা 'UNRRA' গঠনের মধ্য দিয়ে। পশ্চিমি রাষ্ট্রনায়করা ইতিমধ্যে ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও আর্থিকভাবে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রধানত নাৎসি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের দেশগুলিতে আর্থিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এবং আলাদাভাবে ঐ অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের পুনরুজ্জীবনে উদার আর্থিক সহায়তাদানের প্রয়োজনে উক্ত সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। বলাবাহুল্য, সেই আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিরও হোতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এখন জর্জ মার্শাল তাঁর পরিকল্পনায় জানালেন যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অর্থাভাব থেকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় দেশগুলিকে রক্ষা করতে আমেরিকা উদার হস্তে অর্থনৈতিক সাহায্যদান করে যাবে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে এই নীতি বা কর্মসূচি কোনো দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়। অবশ্য প্রকাশ্যে যাই বলা হোক না কেন মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল এককথায় 'kill communism by kindness', অর্থাৎ করুণা প্রদর্শনের দ্বারা সাম্যবাদকে ধ্বংস করা। মার্শাল পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত, প্রধানত ইউরোপের আর্থিকভাবে পশ্চাদ্‌গামী দেশগুলিকে সাহায্যদানের মাধ্যমে সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা এবং ভবিষ্যতে ঐসব সাহায্যপুষ্ট দেশগুলিকে প্রস্তাবিত মার্কিন জোটে শামিল করা। দ্বিতীয়ত, এই সহায়তা প্রকল্পের অন্তরালে মার্কিন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর বেনিয়া

Scanned with CamScanner

স্বার্থ নিহিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে মার্কিন পণ্য বিক্রির স্থায়ী বাজার গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। ট্রুম্যান তাঁর পরিচিত মহলে মার্শাল পরিকল্পনাকে 'একই আখরোটের দুটি ভাগ' ('two-halves of the same walnut') বলে মন্তব্য করেছিলেন।

মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের উদ্যোগে ১৬টি ইউরোপীয় দেশ যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া, গ্রিস, বেলজিয়াম, পোর্তুগাল, নরওয়ে প্রভৃতি নিয়ে 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা' বা OEEC (Organisation of European Economic Cooperation) গঠিত হয়েছিল। এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় যৌথ সংস্থা 'ইউরোপীয় পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি' (European Recovery Programme) পেশ করেছিল। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার জন্য ৩৩ বিলিয়ন ডলার ধার্য হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে মার্কিন কংগ্রেস ইউরোপের আর্থিক সংস্থানের জন্য ১৩ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে Economic Cooperation Act (1948) পাশের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চার বছরে এই কর্মসূচি চালু রাখতে আরও ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত ১৬টি দেশ নিজ নিজ কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনে এই সাহায্য লাভ করেছিল। এমনকি সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকেও মার্শাল সাহায্য গ্রহণের চমকপ্রদ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

মার্শাল পরিকল্পনার ফলাফল (Results of the Marshall Plan)

মার্শাল পরিকল্পনা তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণে আশাতীত সাফল্য পেয়েছিল। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মন্দাভাব কেটে গেল এবং ইউরোপীয় উৎপাদন তথা রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেল। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২ বিলিয়ন ডলারে নেমে এল। আর্থিক নিশ্চয়তার পথ ধরে সমাজজীবনেও স্থিতিশীলতা ফিরে এল। বিধ্বস্ত শহরগুলির পুনর্নির্মাণ কর্মসূচি গৃহীত হল। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পরোক্ষে লাভবান হয়েছিল। ঐসব দেশে আমেরিকার পরিকল্পিত নয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Neo-capitalist Economic Theory) ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের জায়গা নিয়েছিল। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই কর্তৃত্ব পশ্চিমি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও ইতিপূর্বে গঠিত ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি (European Economic Community) মেনে নিয়েছিল। অন্যদিকে, পশ্চিম ইউরোপের আর্থিক পুনরুজ্জীবন আমেরিকার পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত ১৬টি দেশের আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসার দরুন মার্কিন অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই পর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলার প্রধানতম বিনিময় মুদ্রার স্থান অর্জন করে।

Scanned with CamScanner

প্রায় একই সময়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় সংহতি সাধনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ চুক্তিমূলক ব্যবস্থা বা GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) গঠিত হয় (১৯৪৭ সালে)।

মূল্যায়ন (Assessment)

মার্শাল পরিকল্পনা মার্কিন উদ্দেশ্যসাধনে সফল হলেও সামগ্রিক বিচারে বিশ্বরাজনীতির পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। এর দরুন আলাদাভাবে ইউরোপের মহাদেশীয় রাজনীতি আড়াআড়িভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ঠান্ডা লড়াই-এর তীব্রতা ভয়ানক রকম বৃদ্ধি পায়। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে আপসহীন বিরোধিতা এসেছিল প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে। প্রস্তাব হিসেবে মার্শাল পরিকল্পনা তেমন মন্দ ছিল না, ঐতিহাসিক ফ্লেমিং ও হ্যালে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ট্রুম্যান নীতি-উত্তর দুনিয়ায় মার্কিন অর্থ সাহায্যদান প্রকল্প সোভিয়েত রাশিয়া সহ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। কার্যত, সোভিয়েত নেতৃত্ব মার্শাল পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। সোভিয়েত প্রশাসন যথার্থই বুঝেছিল যে এই মার্কিন আর্থিক সহায়তাদান প্রকল্প যতটা না মানবিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশি সাম্যবাদের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে ও ইউরোপের আর্থ-রাজনীতিক ব্যবস্থায় মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পরিকল্পিত হয়েছে। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মার্শাল পরিকল্পনাকে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' (Dollar imperialism) বলে সমালোচনা করেন। অতঃপর রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলি মার্শাল সাহায্যের প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্যের সাথে বর্জন করে। এই পরিকল্পনা অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বকেও খাটো করে দেখিয়েছিল। সোভিয়েত এর প্রত্যুত্তরে পাল্টা একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এবং ঠান্ডা লড়াই-এ ডলার কূটনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner